দৈনিক বাংলা

13

তারিখ 6 MAY 1990
পৃষ্ঠা ...

শিক্ষা সপ্তাহের জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান

উন্নয়ন অর্থবহ করতে ৬৮ হাজার গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মওদুদ আহমদ শিক্ষাকে কলুষমুক্ত করা ও শিক্ষাকে জাতীয় জীবনে কল্যাণমুখী করে তোলার ব্যাপারে সচেতন হও-য়ার জন্যে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক এবং দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনীতিকের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

শিক্ষা সপ্তাহ '৯০-এর জাতীয় পর্যায়ের তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অধিবেশনে গতকাল প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ আহবান জানান। শিল্পকলা একাডেমী মিল-নায়তনে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ। বক্তৃতা করেন পাটমন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মনসুর আলী সরকার, শিক্ষা সচিব জনাব আনম ইউসুফ ও শিক্ষা সপ্তাহ সাংগঠনিক কমিটির সদস্য

(শেষ পৃঃ ১—এর কঃ দ্রঃ)

উন্নয়ন অর্থবহ

(প্রথম পৃঃ পর)

সচিব জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশা।

এবারের শিক্ষা সপ্তাহের শ্লোগান হচ্ছে ঃ শিক্ষা উন্নয়নের বাহন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত শিক্ষা সপ্তাহ গত ২২ থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী জেলা পর্যায়ে ও পয়লা থেকে তেসরা মার্চ বিভাগীয় পর্যায়ে উদযাপিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে ভাইস প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ৬৮ হাজার গ্রাম ও কৃষক সমাজের কাছে উন্নয়নকে অর্থবহ করে তোলার জন্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া দরকার।

আগামী দিনের এ মহান স্বপ্ন সফল করে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে হবে আমাদের। এই দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষিত দেশবাসীকে।

তিনি বলেন, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষা ক্ষেত্রেও যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার এর মধ্যেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলো কর্মসূচী নিয়েছে যা যথা-র্থই যুগান্তকারী বলে বিবেচিত হতে পারে। জাতীয় সংসদের বিগত অধি-বেশনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়েছে। যার সুফল আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন যুগের সূচনা করবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার এখনো ৩০ শতাংশ অতিক্রম করেনি। বিপুল সংখ্যক নিরক্ষরের বোঝা নিয়ে জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ ও সাক্ষরতা দশক উদযাপনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌছাতে হবে। দু' হাজার সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছি।

ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, বর্তমানে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপ-রেখা প্রণীত হচ্ছে। শিক্ষাখাতে অতীতে আমরা সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছি। ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের শিক্ষাকে উন্নত বিশ্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে নতুন-ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষাকে লাগাতে হবে জাতির কল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে।

কাজী জাফর

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পরীক্ষার হলে নকল 'প্রতিরোধ' করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জাতিকে আত্মহনন থেকে রক্ষা করার জন্যে সরকার কঠোরতম ব্যবস্থা নিতেও দ্বিধা করবেন না। নকলের বিষবৃক্ষ আমরা সমূলে উৎ-পাটন করবোই। এব্যাপারে তিনি ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সক-লের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মানের ব্যাপারে আপোস করতে সরকার কোন অবস্থাতেই প্রস্তুত নয়।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রেখে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোত্তম আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে-ছেন। গত আট বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে প্রায় সাড়ে চার গুণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে সুবিধা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার বর্ধিত সুযোগ নিশ্চিত করার জন্যে সরকার বিনামূল্যে শিশুদের বই প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বেসরকারী ও জাতীয়করণকৃত মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছেন। ঢাকায় ১৩টি নতুন ও সারা দেশে ৬২টি মাধ্যমিক স্কুলে অতিরিক্ত শিফট চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ১১টি কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলায় আশা করা যাচ্ছে। এতে সাধারণ বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোর ওপর চাপ কমবে। দূরশিক্ষণ ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই চাপ আরো কমিয়ে দেবে।

তিনি বলেন, যুগের দাবী মেটাতে শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্যে সরকার সকল উদ্যোগ নিতে প্রস্তুত। শিক্ষার উন্নয়নে সরকার জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের চিন্তাভাবনা করছেন বলেও তিনি জানান।

পাটমন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, তিনি ১৭ মাস শিক্ষামন্ত্রী থাকার সময় ২৬৮টি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন রোধের লক্ষ্যে নেয়া হয়েছে ২১টি পদক্ষেপ।

জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা সপ্তাহের অনুষ্ঠানমালায় আগামী সোমবার সকাল দশটায় শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হবে শিক্ষা সমস্যার ওপর মুক্ত আলোচনা। ওই দিন বিকালে রয়েছে পুরস্কার বিতরণী। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এতে পুরস্কৃত করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ।